R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৪২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেস্টস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ভয়ঙ্কর বন্যায় লক্ষ লোক জলবন্দী, দু'জনের মৃত্যু, ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ এক সপ্তাহের ভয়াবহ বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রায় এক লক্ষ লোক জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। তার মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকেই ৭০ হাজার। গঙ্গা ও পদ্মার জলস্ফীতি এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। বন্যার জল ঢুকে পড়েছে ফরাক্কা থানার ঘোড়াইপাড়া, পলাশী, মুস্কিনগর, মহেশপুর, বটতলা এবং শিকারপুর গ্রামে। ব্রাহ্মণগ্রাম ও হাজারপুর গ্রামে গঙ্গা কূল ছাপিয়েছে, বান ডাকেনি। ধুলিয়ান পুর শহরের বাজারে গঙ্গার জলে প্লাবন হয়েছে। সুতী থানার বাজিতপুর, লক্ষ্মীপুর ও ইছালিপাড়াতে বন্যায় ২০০ একর জমি এবং ৩০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের রাধানগরসহ ১৫টি গ্রাম এবং দু'নম্বর ব্লকের ৯টি অঞ্চলের মধ্যে ৭টি অঞ্চলই বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলগুলি মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, বড়শিমুল, বড়জুমলা, খান্দুয়া ও তেঘরি। এই সমস্ত এলাকায় ১০০ গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটেছে। কাশিয়াডাঙা এবং লক্ষ্মীপুরে বন্যা হয়নি। জঙ্গিপুর পুরসভার দশ নম্বর ওয়ারডের একটি রাস্তার ওপর দিয়ে রাধানগর ও জয়রামপুরের মাঝে তিন জায়গায় এবং রাজ্য সড়কের বহরমপুর—জঙ্গিপুর ভায়া লালগোলা রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বন্যার জল বয়ে চলেছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে বন্যার ফলে ১৭ হাজার একর জমি প্লাবিত হয়েছে, ৭০ হাজার লোক বন্যার কবলে পড়েছেন, ৯ হাজার একর কৃষি জমির ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার ফসল বিনষ্ট হয়েছে, ৮ হাজার বাড়ী ধসে পড়েছে এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। সাহায্যের জন্য ১৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ৪০০ কুঃ গম, ২০ কুঃ চিড়ে, ৩ ব্যাগ গুঁড়ো দুধ, ৩৩৪ কুঃ গুড়, ২৩৫টি ত্রিপল, ৭৫টি লুঙ্গি এবং ২৩৬৫ টি ধুতি-শাড়ী-জামা-প্যান্ট বিলি করা হয়েছে। সুতী থানার বন্যাপীড়িত এলাকার লোকজনদের অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে এবং বাজিতপুর আলেয়া মাদ্রাসায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং একটি হাই স্কুল রিকুইজিসন

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানের বিপদ এখনও কাটেনি, ভাঙন অব্যাহত

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ সেপটেমবর—ধুলিয়ানে বন্যার জল নামতে শুরু করেছে, কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। গতকাল এক সাক্ষাৎকারে ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র সত্যব্রত নাগ জানিয়েছেন, ধুলিয়ানে ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনেছি, গঙ্গার মূল স্রোত গতি পরিবর্ত্তন করে সরাসরি ধুলিয়ানকে যেভাবে আঘাত করছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ বছর কোন রকমে রক্ষা পেলেও আগামী বছর ধুলিয়ানের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, সর্বশেষ ভাঙনে ধুলিয়ানের একটি মসজিদ এবং আড়তপল্লীর একটি হাট নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

ধুলিয়ান নিরাপদ নয় বলে গত সপ্তাহে যে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল এখনও তা বলবৎ আছে।

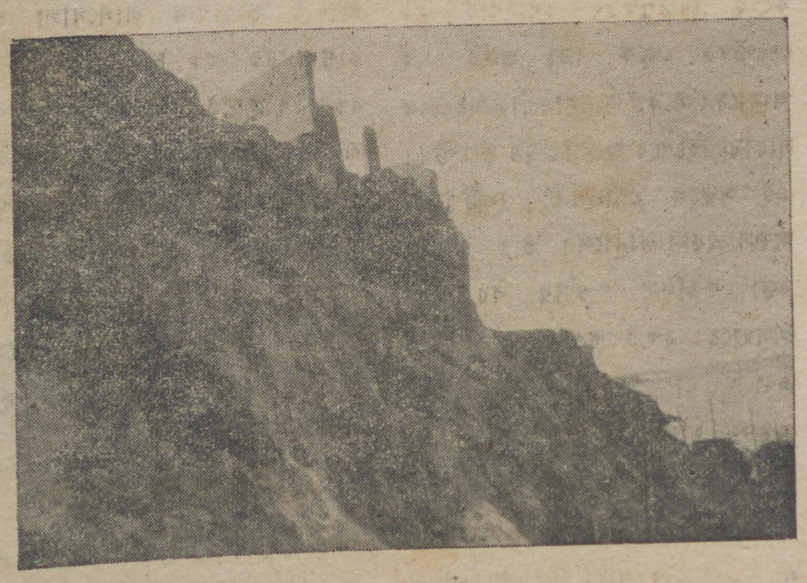

বন্যার আগে খান্দুয়ায় তোলা ভাঙনের ছবি। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের এই গ্রামটি এখন আর নাই। —নিজস্ব

শহর তহবাজারকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধারের প্রস্তাব

বিশেষ প্রতিনিধি : আগষ্ট মাসের ১৮ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে রঘুনাথগঞ্জ বাজারের নরককুণ্ড অবস্থার খবর প্রচারের পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত বাজারের হাল-চাল জানতে চেয়ে জঙ্গিপুর পুরসভাকে চিঠি দেন। প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভা রঘুনাথগঞ্জ তহবাজারের দু'জন লাইসেন্সধারীকে বাজারটিকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধারের প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি দেন এবং সেই চিঠির একটি অনুলিপি জঙ্গিপুর সংবাদ দপ্তরে পাঠান। চিঠিতে পুরসভা লিখেছেন যে, বাজারের নরককুণ্ড অবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের সুবিধার জন্য লাইসেন্সধারীদের উপর দায়িত্ব বর্তাচ্ছে ইট দিয়ে পায়ে চলা পথকে দোকান বরাবর উঁচু করার

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সব ফসলের উপযোগী
জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ও
রাইজোবিয়াম
বাজারের নতুন সার
• দাম খুব কম
• ফলন বাড়ায় ১৫ শতাংশ
• জমির তেজ বাড়ায় আরো বেশী
প্রস্তুতকারক•
মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া
৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল

দিকে দিকে আনন্দময়ীর আগমনের বার্ত্তা। সানাই এর সাহানায় তাহার মূর্চ্ছনা। মা আসিতেছেন। কিন্তু আজ আনন্দ কৈ? গঙ্গাভাঙন আর বন্যা কবলিত হাজার হাজার অনিকেত মানুষ সেদিন চোখের জলে করিয়াছে মায়ের বোধন অনুষ্ঠান। আগামীকাল মাতৃ পূজা শুরু। বন্যাপীড়িত নিরানন্দ মুখ সন্তানদের মত আমরাও পারিলাম না মাতৃ পূজার আনন্দানুষ্ঠানের অংশভাগী হইতে। বেদনার নীল কমল হাতে তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া আমাদেরও প্রার্থনা—ত্রাহি মা দুর্গে।

বন্যায় লক্ষ লোক জলবন্দী, বন্যাক্লিষ্ট এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। ফরাক্কার উল্লিখিত গ্রামগুলিতে এবং ধুলিয়ান পুর এলাকায় বন্যার খবরও মীরাদেবী দিয়েছেন। বন্যার তাণ্ডবে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তিনি জানান, ১৫টি গ্রামের ৩ হাজার পরিবারের ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি এবং ৫ হাজার একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়েছে, ৩০টি বাড়ি ধসে পড়েছে। শস্য এবং সম্পত্তিহানি ঘটেছে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার। ত্রাণ বাবদ এই ব্লক ৩৬ কুঃ গম, ১৮টি ত্রিপল এবং ২০০টি ধুতি-শাড়ি-জামা-প্যান্ট বিলি করা হয়েছে। সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে মহকুমা শাসক ২৭ সেপ্টেম্বর জানান, বন্যার জল নামতে শুরু করেছে, তবে ফাদিলপুর সেতুতে বিপদের আশঙ্কা থাকায় রাজ্য সড়কে যানবাহন চলাচল এখনও শুরু হয়নি।

মঙ্গলবার ২৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বড়জুমলা থেকে ফাদিলপুর পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং বিভাগীয় কমিশনার।

বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আমরা নৌকোয় করে বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলি ঘোরার সময় দেখি রঘুনাথগঞ্জ দু'নং ব্লকের কর্মীরা, গ্রামবাসীরা এবং কংগ্রেস কর্মীরা উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েছেন। পুলিশ এবং এন ভি এফ-এর সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছে। মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত, বি ডি ও সুভাষ কুণ্ডু, সেকেণ্ড অফিসার শান্তি-গোপাল দত্ত বার বার আসছেন বন্যা-দুর্গত এলাকায়। রিলিফ ইনস্পেকটর, কো-অপারেটিভ ইনস্পেকটর, মেডিকেল অফিসার প্রভৃতিরাও সব সময় ব্যস্ত। জেলা শাসক, পুলিশ সুপারও ঘুরে গিয়েছেন বন্যা এলাকা দেখে। বৃহস্পতিবার এসেছিলেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার। তাছাড়াও এম এল এ হাবিবুর রহমান যুবনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত এবং ছাত্রনেতা চিত্ত মুখার্জি তো হামেশাই যাচ্ছেন। ৩৫টি নৌকো এবং একটি লঞ্চ উদ্ধার এবং ত্রাণের কাজ করছে। পিরোজপুর, বাজিতপুর, ভাবকি, শিবপুর, কানাই-মাটি, জোড়বিশ্বনাথ, দারিয়াপুর গ্রামের সমস্ত বাড়ীতে জল ঢুকেছে। জলের তোড়ে এ্যাফলেকস্ বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। প্রচণ্ড জলের তোড়ে ফাদিলপুর সেতু বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে চলেছে। ফাদিলপুর সেতু থেকে জল গিয়ে পড়ছে ১০নং ওয়ারডের কাদিকোলায় ভাগীরথী নদীতে। প্রচণ্ড শব্দ সে জলস্রোতের। সেখানে জঙ্গিপুর ব্যারেজের এ্যাফ-লেকস্ বাঁধটি গ্রামবাসীরা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করলে বুধবার পুলিশ পিকেট বসিয়ে সেটি রক্ষা করা হয়েছে। ফাদিলপুরের বিপজ্জনক সেতু পার হয়ে বৃহস্পতিবার ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমরা নৌকোয় করে তেঘরি পৌঁছতেই শুনলাম শিবপুরে জামিলা খাতুন নামে ৯ বছর বয়সের একটি মেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। মৃতদেহটি তেঘরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে তখনও রয়েছে। গ্রামবাসীরা মৃতদেহটি আমাদের নৌকোয় তুলে দিতে চাইলে সেকেণ্ড অফিসার শান্তি-গোপাল দত্ত এবং বি ডি ও সুভাষ কুণ্ডু বারণ করলেন। দেখলাম তেঘরিতে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ফিরে এলাম তখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

শুক্রবার সকালে বি ডি ও সুভাষ কুণ্ডুর সঙ্গে আমরা আবার গেলাম বন্যা-দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে। এ্যাফলেকস্ বাঁধ থেকে ত্রাণের নৌকোয় করে বাগান পুকুর রাস্তা ইত্যাদির ওপর দিয়ে পানানগর। সেখানে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে পানা-নগরকে পেছনে ফেলে ওই নৌকোতে করেই মিঠিপুর। সোমবার ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বন্যা শুরুর পর আমাদের সঙ্গের ত্রাণসামগ্রীই সর্বপ্রথম সাহায্য হিসেবে শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর এই অঞ্চলে পৌঁছল। মিঠিপুরের অঞ্চল প্রধান জানালেন তাঁর এলাকা বন্যা কবলিত হওয়ার পর বিনয় হালদারের একটি শিশু মারা গিয়েছে এবং আরমানি বেওয়া (৫০) নামে একজন মহিলা দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হয়েছেন। গ্রামবাসীরা বললেন, ত্রাণসামগ্রী ঠিকমত পৌঁচচ্ছে না। আরো সাহায্যের প্রয়োজন। ১৫০ পরিবারকে উঁচু জায়গাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, অনেকে বাড়ীর চালে রাত কাটাচ্ছে। ৮০% নলকূপই জলমগ্ন হয়েছে, ফলে পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে। ফ্লুর আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলের রায়চক মাঠপাড়া, রায়চক, মুকুন্দপুর, বোলতলা, মিঠিপুর এবং হাটতলা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলবন্দীদের স্কুল, মসজিদ প্রভৃতি উঁচু জায়গায় সরানো হচ্ছে। মিঠিপুর নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল থেকে এক হাঁটু জল ভেঙে আমরা নৌকো করে আবার বন্যাপীড়িত গ্রামগুলির ওপর দিয়ে এ্যাফলেকস্ বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেদিকে তাকাই সেদিকেই বন্যার ধ্বংসলীলা চোখে পড়ে। আমাদের পেছনে সিকি মাইলের মধ্যে উন্মত্ত পদ্মা। সামনে নয়া মুকুন্দপুর গ্রাম। একটি বাড়ীও অবশিষ্ট নাই, সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরই কোনরকমে গ্রামবাসীরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছেন।

নরককুণ্ড থেকে উদ্ধারের প্রস্তাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং জলনিকাশের জন্য একটি পাকা ড্রেন উত্তরে পুরসভার ড্রেন বরাবর তৈরী করার। দ্রুত এই কাজগুলি সমাপনের জন্য পুরসভার ওভারসীয়র এবং স্যানিটারী ইনস্পেকটরদের পরামর্শ নিতেও বলা হয়েছে।

মণ মণ মাছ চুরি

সাগরদীঘি, ২৭ সেপ্টেম্বর—এই থানার কাবিলপুর গ্রামের উপকণ্ঠে দামোস বিল থেকে প্রতিদিন মণ মণ মাছ চুরি যাচ্ছে। চোরাই মাছগুলি আবার চোরাপথে লালগোলা হয়ে রাণাঘাটের দিকে চালান হচ্ছে। এ বছর ২৭ জুলাই বিলটি খাস হবার পর অসৎ ব্যবসায়ীরা এই পথ বেছে নিয়েছে। এই বিলের সুস্বাদু রায়খয়রা এবং ৭/৮ কেজি ওজনের রুই-কাতলা বিখ্যাত। খবরটি জে এল আর ও সূত্রের। জঙ্গিপুর মহকুমায় মাছের আকালের সময় এ খবর নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক।

শান্তিপূর্ণ ঈদুজ্জোহা

জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র গত রবিবার শান্তিপূর্ণভাবে ঈদুজ্জোহা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

আরো নাটক আরো দর্শক আরো মঞ্চ

'ভালোমানুষ' বলাকার দ্বিতীয় দুঃসাহস

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ কেমন হবে? —একবার আমেরিকার এক সম্মেলনে এ প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, মানুষ কেমন হবে বলা সম্ভব নয়, কি কি হবে না তা বলা যেতে পারে। ২২, ২৩ ও ২৪ সেপটেমবর রবীন্দ্র ভবনে রঘুনাথগঞ্জের বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যমেলায় দ্বিতীয় দিনের নাটক 'ভালোমানুষ' দেখতে দেখতে সেই কথাই নতুন করে মনে পড়ছিল। বিখ্যাত নাট্যকার বেরটে লট্ ব্রেখ্ট্-এর 'এ গুড্ উইম্যান অব সেজুয়ান' নাটকের বাঙলা রূপান্তর (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'ভালোমানুষ'-এ সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির পথ এবং ভালোমানুষের সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু মেলেনি। তাই নাটকের শেষে ব্রেখ্ট্ এর জবানবন্দী আমরা শুনতে পাই বলাকা প্রযোজিত এই নাটকটির পরিচালক শান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের মুখেঃ সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক বৈষম্য যেদিন দূর হবে, এই নাটক সেদিন আপনা হতেই ভালো হয়ে যাবে। শেষ দৃশ্যে বিচারের একটি স্মরণীয় মুহূর্তে ব্রহ্মার ভূমিকায় উদয় মুখারজিকে আমরা বলতে শুনিঃ পৃথিবীর পরিবর্তন আবশ্যক। লেখকের বক্তব্য যেমন স্পষ্ট গভীর, বলাকার অভিনেতাদের অভিনয়ও তেমনি সাবলীল। শান্তা ও শান্তাপ্রসাদের চরিত্রে রূপদান করে গীতা পাণ্ডে নারীর কোমলতা এবং পুরুষের পৌরুষ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে 'আমি যখন মেয়ে থাকি' গানটি মানানসই হয়েছে। অবশ্য গানের কথাগুলির (সুর নান্দীকার) মধ্যে 'ভালোমানুষ'-এর মূল ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, দর্শকেরা জানতে পারেন। বঙ্কুর ভূমিকায় কুবের ঘোষ বেশ স্বাভাবিক; তাঁর একস্‌প্রেসন অপূর্ব। তাঁর কণ্ঠে 'জল চাই গো' গানটি শ্রুতিমধুর। মাখনবাবুর চরিত্রে আশিস্ মজুমদার অস্বাভাবিক জীবন্ত। গোবিন্দ চরিত্রে শান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের 'অসম্ভবের গান'টি এবং 'এ শালার দুনিয়ায় গরীবের মায়ের কোন ইচ্ছাই পূরণ হবে না' সংলাপটি মর্মস্পর্শী। কথা বেশী বলা এবং কাজ কম করার একটি রূপক দৃশ্যে মাসি, (মলি চ্যাটারজি), মেসো (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং অন্যান্যদের অভিনয় বেশ প্রাণবন্ত। এ ছাড়াও গোবিন্দর মা-এর জয়শ্রী ব্যানারজি, পুষ্পর স্মৃতিকণা ধর, বিষ্ণুর সমীর পণ্ডিত, মহেশ্বর-এর রাম মণ্ডল, আট ঘোড়ার নাচ এবং অন্যান্য ছোট-খাট চরিত্রাভিনেতাদের অভিনয় চরিত্রানুগ। আবহ সঙ্গীত এবং আলোকসম্পাত (শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস) উল্লেখযোগ্য। রাত্রির অবসান এবং প্রত্যুষের আগমনের দৃশ্যটি আলো এবং আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিশেষ দাবি রাখে। কারণ দৃশ্যটি এক কথায় অপূর্ব। রূপক হলেও পুরো নাটকটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় একটি মিছরির ছুরি। আর পঞ্চম নিবেদনে বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর এটি দ্বিতীয় দুঃসাহস বলা চলে। তাঁদের প্রথম দুঃসাহসিক নিবেদন ছিল মাস কয়েক আগে ব্রেখ্টের 'তিন পয়সার পালা'।

২২ সেপটেমবর আশিস্ মজুমদার পরিচালিত তৃপ্তি মিত্রের 'সুতরাং' নাটক অভিনয়ে বিশেষভাবে ছাপ রেখেছেন আশিস মজুমদার (সত্য), শৈলজা চৌধুরী (লক্ষ্মীবাবু), হিরণ্ময় ব্যানারজি (অজিত), শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস (নারায়ণ চৌধুরী), জয়শ্রী ব্যানারজি (সুব্রতা) এবং গীতা পাণ্ডে (চামেলী)। ঝর্ণা দাস (কুন্তলা) জড়তা কাটাতে পারেননি। অন্যান্যরা অভিনয়ে ষ্টেজ ফ্রী হবার চেষ্টা করেছেন। ২৪ সেপটেমবর 'তিন পয়সার পালা'য় (রচনা—ব্রেখ্ট্, রূপান্তর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) সকলেই আগের থেকে ভালো অভিনয় করে নিজের নিজের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই নাটকটি পরিচালনা করেন কুবের ঘোষ। —রাজশ্রী

গ্রন্থাগারে অর্থ বরাদ্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৮ সেপ্টেম্বর দেশবন্ধু যতীনদাস মহকুমা গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির প্রথম অধিবেশনে অবিলম্বে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে পুস্তক ও আসবাবপত্র খরিদ এবং বর্তমান গৃহের সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

প্রকাশিত হয়েছে
শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ
দাম দু'টাকা/গ্রাহকদের জন্য দেড় টাঃ
এজেণ্ট কমিশন ২৫%

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী জমি (অনধিকার দখলকারী উচ্ছেদ) আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ সম্প্রতি জারী করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী জমি (অনধিকার দখলকারী উচ্ছেদ) আইন, ১৯৬২ উক্ত অর্ডিন্যান্স বলে সংশোধিত হইয়াছে। ঐরূপ সংশোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সরকারী খাস জমি হইতে অনধিকার দখলকারীকে উচ্ছেদ করার পদ্ধতি শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত করা এবং অনধিকার দখল-কালের ক্ষতি পূরণের হার বৃদ্ধি করা। উক্ত ক্ষতি পূরণের হার কৃষি জমির ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপন্ন ফসলের শতকরা ২৫ ভাগের মূল্য অনুপাতে এবং অকৃষি জমির ক্ষেত্রে উক্ত জমির বর্তমান বাজারদরের শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। জেলা শাসক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন সরকারী কর্মচারীর ঐ সংক্রান্ত কাজে বাধা দান করিলে, বাধা দানকারীর শাস্তির পরিমাণও ঐ অর্ডিন্যান্স বলে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ঐরূপ শাস্তি সর্ব্বোচ্চ ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা সর্ব্বাধিক ২০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয়তঃই হইবে। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার মেয়াদ ১ মাসের স্থলে ১৫ দিন করা হইয়াছে। ঐ মেয়াদ অবশ্য আপীল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। রাজ্য সরকার কোন প্রত্যক্ষ ভুলভ্রান্তি ও আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশের পুনর্বিচার করিতে পারিবেন। এতৎ সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা হরণ করার বিধান ও অর্ডিন্যান্স সংযোজন করা হইয়াছে।

স্বাঃ- পি, বনমালী
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা
ভূমি সংস্কার বিভাগ
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত)

সেনাপতি গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর—শহরের উষা এমব্রোডায়ারী স্কুলের পুষ্পরাণী অধিকারীর অভিযোগক্রমে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় চা-ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী জয়রাম দাস ওরফে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগে ঘর ফুটো করে ভাড়াটিয়ার ঘরে জল, মাছের আঁশ, অন্যান্য নোংরা জিনিস ফেলা এবং অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার করে সেনাপতিকে কোমড়ে দড়ি ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয় এবং তখনই চালান দেওয়া হয়। আদালতে তিনি আজ শর্তাধীন জামিনে ছাড়া পান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বছর দুয়েক আগে চায়ে ভেজাল মেশানোর অভিযোগে তাঁকে আরো একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

সাগরদীঘি ব্লক ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বুধবার জেলা ছাত্র পরিষদ সাগরদীঘি ব্লকে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন। এই কমিটির কার্যকরী সদস্যরা হলেন মহঃ কাজেম আলি—সভাপতি, মহঃ বসিরুদ্দিন ও চিত্ত ঘোষ—যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ মহঃ কামালুদ্দিন। এক বিবৃতিতে জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি চিত্ত মুখারজি এ কথা জানিয়েছেন। অপর এক সংবাদে জানা গেছে, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি তুষার নাগের নির্দেশে যুব কংগ্রেসের জেলা কোষাধ্যক্ষ এবং বিধানসভা সদস্য নৃসিংহ মণ্ডল অনুমোদিত ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করেছেন। অশোককুমার চক্রবর্তী সভাপতি, শাহজাহান সেখ এবং নাজিম সেখ এই কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন।

ঘটনা অ-সামান্যই—

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর—গত মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ থানার শ্রীধরপুর গ্রামে ছাগলে গাছ খাওয়ানোর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দল লোকের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধলে ৪ জন গুরুতরভাবে জখম হন। পুলিশ অস্ত্রশস্ত্রসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সাজুর মোড়ে বাস দুর্ঘটনা

অরঙ্গাবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর—জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ে গতকাল যাত্রী বোঝাই একটি ষ্টেট বাস উল্টে গেলে ৫ জন যাত্রী জখম হন। ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি ফরাক্কার দিকে যাচ্ছিল।

তর্ক বিতর্ক : ২০ সেপ্টেম্বর জেলা তর্ক বিতর্ক আবৃত্তি সংস্থা আয়োজিত আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ মিঞাপুরের দীপককুমার পাল প্রথম স্থান অধিকার করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই
ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- ❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- ❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- ❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- ❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

ধুলিয়ান শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘ আয়োজিত
কলকাতা নট্ট কোম্পানীর দু'রাত্রিব্যাপী
বিরাট যাত্রানুষ্ঠান
১২ই অকটোবর—'মা - মাটি - মানুষ'
১৩ই অকটোবর—'নটী বিনোদিনী'
সময় : রাত্রি ৮ ঘটিকা
স্থান : ধুলিয়ান থানার সামনে (পটলবাবুর মাঠ)
বিঃ দ্রঃ—যাত্রাশেষে বিভিন্ন রুটের বাস পাওয়া যাবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।